২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ঠিকরাবন্দ, খুলনা।

সূচীপত্র

- চেয়ারম্যানের বাণী
- সভাপতির প্রতিবেদন
- কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন
- জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন
- সমিতির কতিপয় তথ্যাবলী
- সমিতির অগ্রগতির ধারা
- আলোকচিত্রে সমিতির কর্মকান্ড
- গ্রাহক সদস্যগণের জ্ঞাতব্য বিষয়
- সমিতির বোর্ড পরিচিতি
- কর্মকর্তাবৃন্দের পরিচিতি

চেয়ারম্যান এর বাণী

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভারে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল রুপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন " মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫১ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৯,৮০০ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২৭৭০ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৫৬ কি.মি., মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৯৯ টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৪৯০ এমভিএ। বর্তমানে সিস্টেম লস ৮.৫৬%।

০৩। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাব-দিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা রয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪। খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ৩০/০৪/২০০০ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক সেপ্টেম্বর'২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৭৯৬৭.৬৪০ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ৪,২৬,১০৪ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরসমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয়মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/ অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোহাং সেলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

সভাপতির প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার এই আনন্দঘন দিনে উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ড এর পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ও উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দসহ সমবেত সুধীমন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন, আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে ১ মে ২০০০ খ্রিঃ হতে শহর ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে লাইন নির্মাণের মাধ্যমে গ্রাম বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্পের বিকাশ, খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণে সেচ সংযোগ প্রদান করে কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে যথেষ্ট অবদান রেখে যাচ্ছে। খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সেপ্টেম্বর' ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৭৯৬৭.৬৪০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৪,২৬,১০৪ জন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত কল্পে নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য এলাকার জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ,

নতুন লাইন নির্মাণসহ গ্রাহকগণের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর সহযোগিতায় সমিতি কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গ্রাহক সেবার মান আরো উন্নত করতে সম্মানিত গ্রাহকগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও অধিক সম্পৃক্ততা কামনা করছি। আপনারা অবগত রয়েছেন যে, বিদ্যুৎ বিলই সমিতির আয়ের একমাত্র উৎস। তাই বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলে সমিতি পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক গ্রাহক সদস্য নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় একদিকে যেমন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কারণে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়, অন্যদিকে সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়, যার কারণে স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়। তাই নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে নিজের বিদ্যুৎ সংযোগ সচল রাখতে এবং সমিতির স্বাভাবিক কর্মকান্ড নিশ্চিতসহ আর্থিক ভিত মজবুত করতে সহযোগিতার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিস্থিতি চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী হওয়ায় লোড শেডিং নাই। তা সত্বেও মাঝে মধ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা কোন কারিগরী ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটতে পারে যা দ্রুতই সমাধানের লক্ষ্যে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই কোন কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলে সহিষ্ণু আচরণ প্রদর্শন পূর্বক ধৈর্য্যধারণসহ বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

সমিতির আওতায় কিছু কিছু এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ সরকারি সম্পদের ক্ষতিসাধন করছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ সকল অবৈধ কার্যক্রম আমরা বন্ধ করতে পারব বলে আশা করি। এ জন্য অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের তথ্য পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্র সমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

পরিশেষে কর্মচঞ্চল দিবসের সকল কর্মব্যস্ততা এড়িয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আজকের এই মহতি সভায় উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ এবং উৎসাহিত করায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করে শেষ করছি। "আল্লাহ হাফেজ"

শেখ মাহ্‌মুদুল কালাম
সভাপতি, সমিতি বোর্ড।

"উন্নয়নে প্রাণশক্তি - বিদ্যুতের অগ্রগতি"

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২২ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, এলাকা পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, বাপবিবোর্ড এবং পবিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সমিতির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

আয়-ব্যয়ের বিবরণী (২০২২-২০২৩)

ক্রমিক নং	আয়-ব্যয়ের খাত	টাকা
০১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	২৩৯,৮৫,১০,৯৪১.০০
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	৮,৯০,৬৩,৯৫৮.০০
০৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	২৪৮,৭৫,৭৪,৮৯৯.০০
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	১৭৭,৮৯,২০,৮৭৮.০০
০৫	বিতরণ ব্যয়-পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৪,৮২,৭৮,১৮১.০০
০৬	গ্রাহক হিসাব বিক্রয় খরচ	১৫,৪২,৬৫,১৯৩.০০
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	১০,৮৫,০৭,৬৯৯.০০
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (৪ হতে ৭ পর্যন্ত)	২১৮,৯৯,৭১,৯৫১.০০
০৯	অবচয় ও অবলোপন খরচ	৫৭,০৭,৭৭,১৭৯.০০
১০	কর খাতে ব্যয়	৮৫,০১,২৪৮.০০
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উপর সুদ	২০,৬৪,০৭,৮৪০.০০
১২	মোট বিদ্যুৎ সরবরাহ খরচ (৮ হতে ১১ পর্যন্ত)	২৯৭,৫৬,৫৮,২১৮.০০
১৩	অপারেটিং মার্জিন/ঘাটতি (৩-১২)	(৪৮,৮০,৮৩,৩১৯.০০)
১৪	সরকারী ভর্তূকী	০.০০
১৫	নন অপারেটিং মার্জিন-সুদ	১,০৪,৫২,৭৫৩.০০
১৬	নন অপারেটিং মার্জিন-অন্যান্য	৫৬,৩৩,১৮৮.০০
১৭	নীট মার্জিন (১৩ হইতে ১৬)	(৪৭,১৯,৯৭,৩৭৮.০০)

"সাথে সাথে বিদ্যুৎ বিল, পরিশোধে করবো না ভুল"

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ব্যালেন্স শীট

সম্পত্তি ও অনান্য পাওনা			দেনা ও অন্যান্য ক্রেডিট		
ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকা	ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকা
০১	মোট উপযোগী সম্পত্তি	১০৬৬,৯২,৯৭,৩৪২.০০	৩১	সদস্যপদ বিলিকৃত	৯,২০,২০০.০০
০২	ক্রমপুঞ্জিত সংরক্ষণ	২৭৩,২৮,৯০,৩৬২.০০	৩২	সদস্যপদ অবিলিকৃত	১,৬৪,৭২,৮৮৩.০০
০৩	নীট ইউটিলিটি প্লান্ট (১-২)	৭৯৩,৬৪,০৬,৯৮০.০০	৩৩	অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর)	(১৩৪,০২,০৪,৫৫৯.০০)
০৪	নির্মাণাধীন সম্পত্তি	৭,১৪,০৭,৫০১.০০	৩৪	অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	(৪৮,৮০,৮৩,৩১৯.০০)
০৫	মোট ইউটিলিটি প্লান্ট (৩+৪)	৮০০,৭৮,১৪,৪৮১.০০	৩৫	অপারেটিং মার্জিন-সরকারী ভর্তূকী	২,৫৫,১৩,৫০৬.০০
০৬	অনুদান সঞ্চিতি তহবিল	০.০০	৩৬	নন অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর)	৩৬,৪২,৩১,০৪২.০০
০৭	পুনঃ স্থাপন রিজার্ভ তহবিল	৫,৮০,৯৬,০০০.০০	৩৭	নন অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	১,৬০,৮৫,৯৪১.০০
০৮	কন্ট্রিবিউশন টু আরইবি রিভলভিং তহবিল	০.০০	৩৮	অনুদান প্রাপ্ত মুলধন প্রাপ্তি	২৩,৭১,৯৪,৮৮৭.০০
০৯	সহযোগী কোম্পানীতে বিনিয়োগ	০.০০	৩৯	মোট মার্জিন ও ইকুইটি (৩১ হতে ৩৮)	(১১৬,৭৮,৬৯,৪১৯.০০)
১০	বিশেষ তহবিল অন্যান্য	১০৮,৭৮,০০,৭৩০.০০	৪০	বাপবিবো ঋণ নগদ	৬৬,৫০,০০০.০০
১১	মোট বিনিয়োগ (৬ হতে ১০ পর্যন্ত)	১১৪,৫৮,৯৬,৭৩০.০০	৪১	বাপবিবো ঋণ ইন কাইন্ড	৭৯৫,৮৯,২৫,০২৬.০০
১২	নগদ তহবিল	২৫,৪৪,৩০,৬০৩.০০	৪২	বাপবিবো ঋণ ইন প্রভিশনাল প্লান্ট	৩৪,৬৯,৯৬,৭০৯.০০
১৩	খুচরা তহবিল	২,২৫,০০০.০০	৪৩	বাপবিবো ঋণ অন্যান্য	০.০০
১৪	স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ	০.০০	৪৪	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (৪০ হতে ৪৩)	৮৩১,২৫,৭১,৭৩৫.০০
১৫	বিশেষ ডিপোজিট	২৪,১০০.০০	৪৫	গ্রাহক জামানত	৩৭,০০,৪২,৯৯৫.০০
১৬	হিসাব খাতে প্রাপ্য-বিদ্যুৎ	১৮,২৮,০৮,৫১৭.০০	৪৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধাদি	৮৭,৬৯,১২,২৭৪.০০
১৭	কু-ঋণ সঞ্চিতি ক্রেডিট	৭৬০৩৯২৯৬.০০	৪৭	বীমা সঞ্চিতি তহবিল	০.০০
১৮	হিসাব খাতে প্রাপ্য-অন্যান্য	২৯,৭২,৬৯,০৫৫.০০	৪৮	মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায় (৪৫ হতে ৪৭ পর্যন্ত)	১২৪,৬৯,৫৫,২৬৯.০০
১৯	মালামাল ও সরবরাহ-বৈদ্যুতিক	৪৪,৮৪,১৩,৯৪৩.০০	৪৯	হিসাব খাতে প্রদেয়	২৭,৩৮,৫৪,৬৪৩.০০
২০	মালামাল ও সরবরাহ-ব্যবসায়িক	১,৩২,৫৩৫.০০	৫০	সেচ অগ্রীম জামানত	০.০০
২১	অগ্রীম	৩৮,৪৭,০১৩.০০	৫১	ক্রমপুঞ্জিত কর	০.০০
২২	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	১০,২১,২৯,৬০৬.০০	৫২	মেয়াদ পূর্তি সুদ	৯,২৬,৮২,৫৭৭.০০
২৩	মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১২ হতে ২২)	১২১,৩২,৪১,০৭৭.০০	৫৩	মেয়াদ পূর্তি দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	১০৮,৫০,৮০,০৭৬.০০
২৪	অসাধারণ সম্পত্তি ক্ষতি	৯১,৩৫,৭১৫.০০	৫৪	অন্যান্য চলতি পরিশোধতব্য দায়	১,২৩,০৮,৮২৯.০০
২৫	প্রাথমিক জরিপ ও তদন্ত খরচ	০.০০	৫৫	মোট চলতি পরিশোধতব্য দায় (৪৯ হতে ৫৪ পর্যন্ত)	১৪৬,৩৯,২৬,১২৫.০০
২৬	অবন্টিত খরচ	২৬,৫১,৩০,৮৯২.০০	৫৬	নিরাপত্তা অগ্রীম এবং জমা বিলম্বিত দায়	৩,০৭,২৯,৯৩৫.০০
২৭	অস্থায়ী সুবিধা সৃষ্টি	০.০০	৫৭	নির্মাণের জন্য গ্রাহক অগ্রীম	১৫,১৫,৬৮৭.০০
২৮	বিবিধ বিলম্বিত পাওনা	০.০০	৫৮	অন্যান্য বিলম্বিত দেনা	৭৫,৩৩,৮৯,৫৬২.০০
২৯	মোট বিলম্বিত পাওনা	২৭,৪২,৬৬,৬০৬.০০	৫৯	মোট বিলম্বিত দেনা (৫৬ হতে ৫৮ পর্যন্ত)	৭৮,৫৬,৩৫,১৮৪.০০
৩০	মোট সম্পত্তি পাওনা (৫+১১+২৩+২৯)	১০৬৪,১২,১৮,৮৯৪.০০	৬০	মোট দায় ও অন্যান্য দেনা (৩৯+৪৪+৪৮+৫৫+৫৯)	১০৬৪,১২,১৮,৮৯৪.০০

পরিশেষে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে ও সমিতির সার্বিক কর্মকান্ডে আপনাদের সহযোগিতার আশা পোষণ করে বিদায় নিচ্ছি।

মোসাঃ মোসলেমা খানম
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড।

বিল দিবো নিয়মিত - বিদ্যুৎ পাবো অবিরত

জেনারেল ম্যানেজার-এর প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সমিতি বোর্ডের পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন এর কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দসহ সমবেত সুধীমন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে ২০০০ সালে খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর হতে সেপ্টেম্বর' ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অত্র সমিতি ৭৯৬৭.৬৪০ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৪,২৬,১০৪ জন বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করেছে। সরকারি পরিকল্পনা মোতাবেক গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক শতভাগ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে সমিতি এলাকাভূক্ত বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিবিড় তদারকি এবং আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সরকারি ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলি সমবায়ের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত গ্রাহক মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। কাজেই গ্রাহক সদস্যগণই আমাদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানীয় ব্যক্তি এবং তারাই আমাদের সকল কর্মের উৎস। উত্তম গ্রাহক সেবার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়াই আমাদের লক্ষ্য। সম্মানিত গ্রাহকগণ যেন স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ সকল প্রকার সেবা পেতে পারেন সে জন্য খুলনা পবিসের সদর দপ্তরের পাশাপাশি ডুমুরিয়া, সেনেরবাজার, পাইকগাছা ও কয়রা জোনাল অফিস, দাকোপ, তেরখাদা ও শাহাপুর সাব-জোনাল অফিস, চুকনগর ও কপিলমুনি এরিয়া অফিসসহ ১৪টি অভিযোগ কেন্দ্র হতে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব অফিসের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ বিভ্রাট সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও গ্রাহকগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সদর দপ্তরসহ জোনাল অফিস, সাব-জোনাল অফিসসমূহে উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার বিলিং সিস্টেম ও অন-লাইনে গ্রাহক সংযোগের পাশাপাশি "আলোর ফেরিওয়ালা" কার্যক্রম অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলছে এবং এক অবস্থানের সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহকগণকে সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। সর্বোপরি এলাকা ভিত্তিক মোটিভেশন মিটিং "উঠান বৈঠক" এর মাধ্যমে গ্রাহকদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতি স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। এই কালজয়ী কর্ম উদ্যোগ-কে ধারণ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌছে গিয়ে গ্রাহকগণের অভিযোগ এবং সমস্যাসমূহ শুনে তা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন যা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে/হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন কার্যকরী করণের ক্ষেত্রে খুলনা পবিস এর বিভিন্ন উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অত্র পবিসের আওতাধীন বটিয়াঘাটা, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, রূপসা (আংশিক), দিঘলিয়া (আংশিক), ডুমুরিয়া ও তেরখাদা উপজেলা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার তুলনায় বেশী হওয়ায় লোড শেডিং নাই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা কোন কারিগরী কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটতে পারে যা দ্রুতই সমাধানের লক্ষ্যে আমরা বদ্ধ পরিকর। তাই কোন কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলে সহিষ্ণু আচরণ প্রদর্শন পূর্বক ধৈর্য্যধারণসহ বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিশেষে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে আজকের এ মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য শোনার জন্য পূনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"জয় বাংলা"

মোঃ জিল্লুর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার

সমিতির কতিপয় তথ্যাবলী (অক্টোবর' ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত)

০১.	সমিতির আয়তন	ঃ ১,৯৬৫ বর্গ কিঃ মিঃ
০২.	অন্তর্ভূক্ত উপজেলা	ঃ ৮টি (আংশিক ২টি)।
০৩.	অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন	ঃ ৫৯ টি (পৌরসভা ২টি)।
০৪.	অন্তর্ভূক্ত গ্রামের সংখ্যা	ঃ ৮৬৬ টি।
০৫.	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	ঃ ৮৬৬ টি।
০৬.	এলাকার সংখ্যা	ঃ ৭ টি।
০৭.	এলাকা পরিচালক সংখ্যা	ঃ ৭ জন।
০৮.	মহিলা পরিচালকের সংখ্যা	ঃ ০৩ জন।
০৯.	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ ৫৩৬ জন।
১০.	নিবন্ধনের তারিখ	ঃ ১৫/০৪/২০০১ খ্রিঃ।
১১.	বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ ৩০/০৪/২০০০ খ্রিঃ।
১২.	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	১৮টি (সদর দপ্তর-২০ এমভিএ, পাইকগাছা-১-১৫ এমভিএ, সেনেরবাজার- ১০ এমভিএ, দাকোপ-১-১০ এমভিএ, কয়রা-১৫ এমভিএ, খর্নিয়া-১০ এমভিএ, তেরখাদা-১- ১০ এমভিএ, চুনকুড়ি-৫ এমভিএ (অস্থায়ী), বটিয়াঘাটা-২(আমিরপুর)-১০ এমভিএ, ১৮ মাইল- ১০ এমভিএ, ডুমুরিয়া-৩ (গুটুদিয়া)-১০ এমভিএ, দাকোপ-২-১০ এমভিএ, এনার্জিপ্যাক- ০৪ এমভিএ (নিজস্ব), ডুমুরিয়া-২ (শাহপুর)-১০ এমভিএ, হেতালবুনিয়া-৫ এমভিএ (অস্থায়ী), বটিয়াঘাটা -৩-২০ এমভিএ, পাইকগাছা -২- ২০ এমভিএ, তেরখাদা- ২- ১০ এমভিএ। মোট=২০৪ এমভিএ।
১৩.	জোনাল অফিসের সংখ্যা	ঃ ০৪ টি (ডুমুরিয়া, সেনেরবাজার, পাইকগাছা ও কয়রা)।
১৪.	সাব-জোনাল অফিসের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি (দাকোপ, তেরখাদা ও শাহপুর)।
১৫.	এরিয়া অফিস	ঃ ০২ টি (কপিলমুনি ও চুকনগর)
১৬.	অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা	১৪ টি (বটিয়াঘাটা, আমিরপুর, সুরখালী, বাজুয়া, কালিনগর, বানিশান্তা, মিকশিমিল, মাদারতলা, বানিয়াখালী, দিঘলিয়া, হাতিয়ারডাঙ্গা, ফুলতলা ও চাদখালী, গড়ইখালী)।
১৭.	নির্মিত লাইন	ঃ ৭৯৬৯.২৩২ কিঃ মিঃ।
১৮.	বিদ্যুতায়িত লাইন	ঃ ৭৯৬৯.২৩২ কিঃ মিঃ।
১৯.	অধিগ্রহণকৃত বিউবোডের লাইন	ঃ ১৭৪.১৩০ কিঃ মিঃ।
২০.	সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি	ঃ ৪,২৭,১৯২ জন।
২১.	সংযোগকৃত গ্রাহকের সংখ্যা	ঃ ৪,২৭,১৯২ জন।
২২.	সংযোগ গ্রহণের হার	ঃ ১০০%।
২৩.	শ্রেণি ভিত্তিক সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা	
	ক) আবাসিক	ঃ ৩,৭৯,৩৮৩ জন।
	খ) বাণিজ্যিক	ঃ ৩৩,৬০৪ জন।
	গ) সেচ	ঃ ২,১৬৩ জন।
	ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প	ঃ ৪,৭৮৯ জন।
	ঙ) বৃহৎ শিল্প	ঃ ১২৭ জন।
	চ)দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ ৬,০৬৫ জন।
	ছ) অন্যান্য	ঃ ১,০৬১ জন।
২৪.	সিষ্টেম লস (বিলিং মিটার অনুযায়ী)	ঃ ০৯.৪৬ % (অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত)। (২০২৩-২৪ অর্থ বৎসর)
২৫.	বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার	ঃ ৯০.৫৩ % (অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত)। (২০২৩-২৪ অর্থ বৎসর)
২৬.	বকেয়া মাস (রিবেট ব্যতীত)	ঃ ১.২৯ মাস

সমিতির অগ্রগতির ধারা

Yearly Consumer Growth

System loss

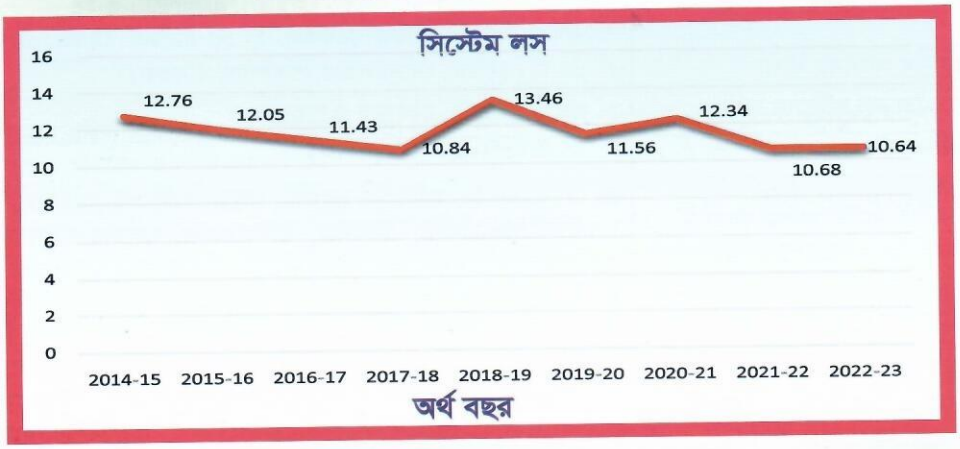

CATEGORYWISE POWER CONSUMPTION IN FY 2021-22

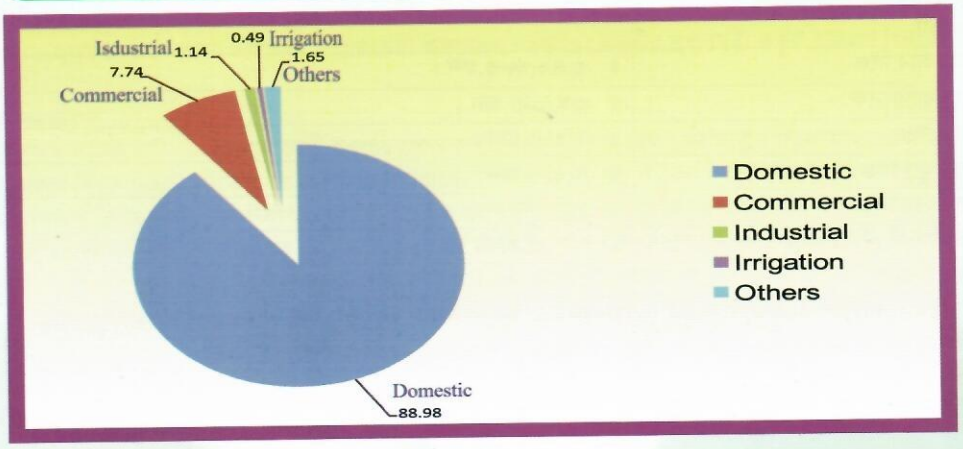

"সাশ্রয় করো জ্বালানি, বাঁচাও সম্পদ বাঁচাও ধরণী"

আলোকচিত্রে সমিতির কর্মকান্ড

বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে তেরখাদা উপজেলার হাড়িখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প শুভ উদ্বোধন করা হয়।

খুলনা পবিস এ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কেপিআই নিরাপত্তা বিষয়ক সমন্বয় সভা।

খুলনা পবিস এর পুরাতন মালামাল স্বল্প খরচে পুনঃব্যবহার যোগ্য করে বিপুল অর্থ সাশ্রয় করায় জেনারেল ম্যানেজারকে সম্মাননা সনদ তুলে দিচ্ছেন সমিতি বোর্ডের পক্ষ থেকে সভাপতি, জনাব শেখ মাহ্মুদুল কালাম ও বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

বাপবিবোর্ডের মাননীয় নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) জনাব মোঃ হোসেন পাটোয়ারী খুলনা পবিস এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সাথে বিশেষ স্টাফ সভায় অংশগ্রহন করেন।

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে খুলনা পবিস কর্তৃক আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলোকচিত্রে সমিতির কর্মকান্ড

২৬ শে মার্চ-২০২৩ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে খুলনা পবিস কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে খুলনা পবিস কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও উঠান বৈঠক।

খুলনা পবিস এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা।

খুলনা পবিস এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন।

অফিস প্রাঙ্গণে লাইন-ক্র লেভেল-১ (চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগের প্রাথমিক বাছাই।

"ঘরে ঘরে বিদ্যুতের অঙ্গিকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার হাতিয়ার"

গ্রাহক সদস্যগণের জ্ঞাতব্য বিষয়

নতুন সংযোগের জন্য আবেদন

সংযোগের ধরণ				১ ফেজ	৩ ফেজ
এলটি সংযোগ (৫০ কিঃওঃপর্যন্ত)	ক)	এলটি-এ	আবাসিক	১০০.০০ ভ্যাট ১৫%	৩০০.০০ ভ্যাট ১৫%
	খ)	এলটি-বি	সেচ/কৃষি কা জ		
	গ)	এলটি-সি ১	ক্ষুদ্র শিল্প		
	ঘ)	এলটি-সি ২	নির্মাণ		
	ঙ)	এলটি-ডি ১	দাতব্য প্রতিষ্ঠান		
	চ)	এলটি-ডি ২	রাস্তার বাতি, পানির পাম্প		
	ছ)	এলটি-ডি ৩	ব্যাটারী চার্জিং স্টেশন		
	জ)	এলটি-ই	বাণিজ্যিক ও অফিস		
	ঝ)	এলটি-টি	অস্থায়ী সংযোগ	২৫০.০০ ভ্যাট ১৫%	৫০০.০০ ভ্যাট ১৫%
এমটি সংযোগ (৫০ কিঃওঃ এর উর্দ্ধে ৫ মেঃওঃ পর্যন্ত)	ক)	এমটি-১	আবাসিক	১০০০.০০ ভ্যাট ১৫%	
	খ)	এমটি-২	বাণিজ্যিক ও অফিস		
	গ)	এমটি-৩	শিল্প		
	ঘ)	এমটি-৪	নির্মাণ		
	ঙ)	এমটি-৫	বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি		
	চ)	এমটি-৬	অস্থায়ী		
এইচটি সংযোগ (৩৩ কেভি লাইন)	ক)	এইচটি-১	সাধারণ		
	খ)	এইচটি-২	বাণিজ্যিক		
	গ)	এইচটি-৩	শিল্প		
	ঘ)	এইচটি-৪	নির্মাণ		
ইএইচটি সংযোগ (১৩২ কেভি-২৩০ কেভি)	ক)	ইএইচটি-১	সাধারণ (২০ মেঃওঃ - ১৪০ মেঃওঃ - ১৩২ কেভি)	২০০০.০০ ভ্যাট ১৫%	
	খ)	ইএইচটি-২	সাধারণ (১৪০ মেঃওঃ এর উর্দ্ধে ২৩০ কেভি)		

নতুন সংযোগের জন্য জামানতের পরিমাণ (পরিবর্তনযোগ্য)ঃ

ক) নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে।

গ্রাহক শ্রেণি		অনুমোদিত লোড সীমা (কিঃওঃ)	জামানতের হার (টাকা/কিঃওঃ)
১	এলটি-এ এবং এলটি-বি	২ কিঃ ওঃ পর্যন্ত	৪০০.০০
২	এলটি-এ এবং এলটি-বি	২ কিঃ ওঃ এর উর্দ্ধে	৬০০.০০
৩	এলটি-সি ১, এলটি-সি ২, এলটি-ডি ১, এলটি-ডি ২, এলটি-ই এবং এলটি-টি	সকল	৮০০.০০
৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	সকল	১০০০.০০

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সকলকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিজে সংযমী হয়ে অন্যান্য সকলকে বিদ্যুৎ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের জন্য বিনীত আহ্বান জানানো যাচ্ছে। তাই-

- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- রাত ৮:০০ টার পূর্বেই প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা সম্পন্ন করুন।
- আপনি কোন দোকান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে রাত ৮:০০ টার মধ্যে শপিংমল/ দোকান/ মার্কেটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে বাতি/ফ্যান/এসি/বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি/মাইক্রোওভেন/ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি ব্যবহারে সচেতন হোন।
- রাত ১২:০০টা হতে ভোর ৬:০০ টার মধ্যে সেচ পাম্প চালান ও এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর উপরে রাখুন।
- সকল প্রকার আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- সকল প্রকার সাধারণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদি (সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে সিএফএল/LED বাল্ব ও সাধারণ টিউব লাইট এর পরিবর্তে LED টিউব লাইট) ব্যবহার করুন।

"নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করুন"

অত্র সমিতি কর্তৃক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবার বিবরণ এবং বিবিধ চার্জ/ফি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি	প্রযোজ্যতা	ফি/চার্জ (টাকা)
১	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ (DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৬০০.০০
			খ) তিন ফেজ	১,৬০০.০০
		এমটি এবং এইচ টি		১০,০০০.০০
		ইএইচটি		২০,০০০.০০
২	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC) /গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৪০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি এবং এইচ টি		২,০০০.০০
		ইএইচটি		৪,০০০.০০
৩	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচ টি		২,০০০.০০
		ইএইচটি		৪,০০০.০০

বিদ্যুৎ সংযোগের মালিকানা পরিবর্তনের জন্য নিম্নোক্ত হারে নাম পরিবর্তন ফি (অফেরৎযোগ্য) জমা প্রদান করতে হবে ঃ

ক্রমিক নং	সংযোগের বিবরণ	নাম পরিবর্তন ফি-র পরিমাণ (অফেরৎযোগ্য) (টাকা)
০১	সকল ৩ ফেজ সংযোগের জন্য	১৫০০.০০
০২	সকল ১ ফেজ সংযোগের জন্য	৫০০.০০

অবৈধ পার্শ্বসংযোগের জরিমানা

ক্রমিক	গ্রাহক শ্রেণি	প্রতিটি পার্শ্ব সংযোগের জরিমানা (টাকা)
০১	আবাসিক	২৫০.০০
০২	বাণিজ্যিক	৫০০.০০
০৩	সেচ	১,৫০০.০০
০৪	শিল্প	৩,০০০.০০

জাতীয় গ্রীড হতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের উপর চাপ কমাতে আসুন আমরা সকলে মিলে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে অভ্যস্থ হই, কারন সৌর বিদ্যুৎ-

* সম্পূর্ন স্বাধীন ও নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা * পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ * মাসিক বিল বা জ্বালানি খরচ নাই * সহজে স্থানান্তরযোগ্য * দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি তেলের চেয়ে খরচ কম * বিরতিহীন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অর্থাৎ লোডশেডিং হয় না। * ২০ বছরের অধিক কালের জন্য নিশ্চিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

"ঘরে ঘরে বিদ্যুতের অঙ্গিকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার হাতিয়ার"

পাওয়ার ফ্যাক্টর সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

বিতরণ লাইনে এসি সার্কিটের মাধ্যমে ভোল্টেজ ও কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এরুপ বিদ্যুৎ প্রবাহে সকল প্রকার বৈদ্যুতিক মিটারে প্রকৃত ক্ষমতা ও আপাতঃ ক্ষমতা নামে দুই প্রকার ক্ষমতা পাওয়া যায়। এই দুই ক্ষমতার অনুপাতকে ঐ সার্কিটের বা মটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান এক বা এক এর কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমিতি কর্তৃক সংযোগকৃত সকল প্রকার সেচ ও শিল্প গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক মটরের পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ০.৯৫ (শতকরা ৯৫ ভাগ) বা তার উপরে রাখা সমীচীন। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর/ ক্যাপাসিটর ব্যাংক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায়।

কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য অসুবিধা সমূহ :

০১। কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য লাইনের কারেন্ট প্রবাহ বেড়ে যায় ফলে পাওয়ার লস অনেক বেশি হয়। এতে সামগ্রিক ব্যবস্থায় সিস্টেম লস বেড়ে যায়।

০২। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান অবনতি ঘটলে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা সরবরাহ করতে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং এতে বৈদ্যুতিক মটর, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের ক্ষতি সাধিত হয়। অনেক সময় মটর গরম হয়ে মটর উইন্ডিং পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

০৩। পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান কম হলে গ্রাহককে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে হবে।

পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতির সুবিধা

০১। মটরের তারের পাওয়ার লস এবং ভোল্টেজ লস কমবে।

০২। ভোল্টেজ ড্রপ কম হলে মটর বিপত্তিহীনভাবে কাজ করবে, মটর গরম হবে না, ফলে মটরের আয়ুস্কাল বেশি হবে।

০৩। সামগ্রিক বিতরণ ব্যবস্থার সিস্টেম লস কম হবে।

০৪। মটর ওয়্যারিং-এ সিস্টেম লস কমে গিয়ে কিলোওয়াট আওয়ার কনজামশন কম হবে।

০৫। ফিডারের ক্যাপাসিটিসহ সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সকল প্রকার সেচ ও শিল্পে মটর সংযোগের সময় সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত সাইজের ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করতে হবে। পাওয়ার ফ্যাক্টর ৯৫% এর কম হলে সমিতির নীতিমালা অনুযায়ী মাসিক বিদ্যুৎ বিলের সাথে জরিমানা ধার্য্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং নির্ধারিত সাইজের ক্যাপাসিটর/ক্যাপাসিটর ব্যাংক ব্যবহার করে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করলে গ্রাহক এবং সমিতি উভয়ই উপকৃত হবে।

সোলার বা সৌর শক্তি

১। সৌরশক্তি একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি, যার উৎস প্রকৃতি (সূর্য)

২। সৌরশক্তি দ্বারা চালিত সোলার প্যানেল একবার স্থাপন করা হলে দীর্ঘদিন এর সুবিধা পাওয়া যায়।

৩। প্রত্যন্ত এলাকা অর্থাৎ গ্রীড বিদ্যুৎ যেখানে অপ্রতুল সেখানে সোলার প্যানেল একমাত্র উপায়।

৪। গ্রীড বিদ্যুৎ আছে এমন স্থানেও সোলার ব্যবহারে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হয়।

৫। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার জন্য সোলার প্যানেল স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা নিম্নরুপঃ

* **আবাসিক** ঃ ২ কিলোওয়াট এর বেশি হলে মোট লোডের ৩% হিসাবে সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে।
* **বাণিজ্যিক ও শিল্প** ঃ ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত লাইট ও ফ্যান লোডের ৭% এবং ৫০ কিলোওয়াট এর উর্দ্ধে হলে লাইট ও ফ্যান লোডের ১০% হিসাবে সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে।
* **পোশাক শিল্প** ঃ লাইট ও ফ্যান লোডের ৫% হিসাবে সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে।

৬। স্থাপিত সোলার প্যানেল সচল রাখতে হবে। কোন ক্রমেই তা অব্যবহৃত রাখা বা অপসারণ করা যাবে না। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার জন্য স্থাপিত সোলার প্যানেল পরবর্তীতে বিচ্ছিন্ন করা হলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

৭। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকগণের লোড বৃদ্ধি করতে হলেও উল্লেখিত হারে সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে।

জাতীয় গ্রীড হতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের উপর চাপ কমাতে আসুন আমরা সকলে মিলে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে অভ্যস্থ হই, কারণ সৌর বিদ্যুৎ-

- সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।
- পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ।
- মাসিক বিল বা জ্বালানি খরচ নাই।
- ২০ বছরের অধিককালের জন্য নিশ্চিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।
- সহজে স্থানান্তরযোগ্য।
- দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি তেলের চেয়ে খরচ কম।
- বিরতিহীন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অর্থাৎ লোডশেডিং হয় না।

"উল্লেখিত সকল রেট বা দর পরিবর্তনশীল"

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় পরামর্শ

বর্তমান যুগে মানুষের সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাত্রার জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। ভৌগলিক এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু অজ্ঞতা ও অসাবধানতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুসহ মারাত্মক দূর্ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। তাই নিম্ন বর্ণিত সর্তকবাণী মেনে চলার জন্য গ্রাহক সদস্য বৃন্দকে অনুরোধ করা হল।

০১। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনো হাত দিবেন না। এতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে।

০২। কৌতুহল বশতঃ কোন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর রশি অথবা এ জাতীয় কোন কিছু ছুঁড়ে মারবেন না, কারণ আপনি জানেন না- ঐ তারে কত চাপের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে।

০৩। সমিতির লোকজন যখন সরবরাহ লাইন তৈরী অথবা মেরামতের কাজ করতে থাকে তখন তাদের নিকট হতে দূরে থাকুন এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের দূরে থাকতে বাধ্য করুন।

০৪। বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহারকরীদের প্রয়োজন ব্যতিত কখনও মেইন সুইচ অথবা মেইন সুইচ হতে মাটিতে প্রবেশকারী (গ্রাউন্ডিং) তারে হাত দিবেন না।

০৫। ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে সুইচ, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে দিবেন না।

০৬। ভিজা হাতে কখনো সুইচে হাত দিবেন না, সকেট পয়েন্টের ভিতর কোন তার বা আলপিন ঢুকাবেন না।

০৭। সুইচ অন করা অবস্থায় কখনো হোল্ডার হতে বাল্ব খোলার চেষ্টা করবেন না।

০৮। বিদ্যুৎ প্রবাহিত তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখলে কখনো তা স্পর্শ করবেন না এবং অন্যকে স্পর্শ করতে দিবেন না। বিচ্ছিন্ন তার দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমিতিকে খবর দিন এবং যতক্ষণ সমিতির লোক মেরামতের জন্য সেখানে না পৌঁছে ততক্ষণ পাহারার ব্যবস্থা করুন।

০৯। বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনাজনিত কোন অগ্নিকান্ডে কখনো পানি দিবেন না। প্রথমে মেইন সুইচ অফ করুন এবং অগ্নি সংযোজিত স্থানে বালি ছড়িয়ে দিন।

১০। সমিতির কাঠের খুঁটির পাশে শুকনা কচুরীপানাতে অথবা খড়ে আগুন জ্বালাবেন না। এতে করে অগ্নি সংযোগ হয়ে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

১১। বিদ্যুতায়িত লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমনভাবে বিদ্যুতায়িত লাইনের নিচে বসতবাড়ি বা অন্য কিছু স্থাপন করবেন না।

১২। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনে কোন গাছ/গাছের ডাল/বাঁশ যাতে স্পর্শ না করে তার ব্যবস্থা করতে সমিতি অফিসে খবর দিবেন। নইলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হবে।

১৩। বৈদ্যুতিক তারের পাশে কখনো ঘুড়ি উড়াবেন না এবং কাউকে ঘুড়ি উড়াতে দিবেন না।

১৪। আপনার সংযোগ থেকে পার্শ্ববর্তী অন্য কাউকে সংযোগ দিবেন না।

১৫। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে/উঠানে বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রয়োজন হলে মোটা তারের মাধ্যমে নিন। এ কাজের জন্য ইলেকট্রিশিয়ানের সহযোগিতা নিন। চিকন তার সর্বদাই পরিহার করুন। কারণ যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটে অকল্পনীয় ক্ষতি হতে পারে।

১৬। বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করুন। ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিদ্যুৎ চোরকে ধরিয়ে দিন।

১৭। সমিতি কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে আপনার সংযোগে অতিরিক্ত লোড সংযোজন করবেন না।

যে কারণে আপনি এনার্জি সেভিং (LED) বাল্ব ব্যবহার করবেন

১। শতকরা ৮০ ভাগ বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয়।

২। একটানা ১০,০০০ ঘন্টা জ্বলে, যা সাধারণ বাতির দশগুন।

৩। ভোল্টেজ উঠানামায় বাল্ব কাটে না বা আলোর তারতম্য হয় না।

৪। কোন প্রকার ক্ষতিকর রেডিয়েশন নেই বিধায় পরিবেশ বান্ধব।

৫। পর্যাপ্ত আলোর নিশ্চয়তা এবং সৌন্দর্য বর্ধক।

৬। স্ক্রু ও পিন যে কোন হোল্ডারেই ব্যবহার কার যায়।

৭। লো-ভোল্টেজে (১৫০ ভোল্টেজ পর্যন্ত) পূর্ন আলোসহ জ্বলে।

৮। সাদা আলো এবং লালচে সাদা আলো দুই ধরণেরই পাওয়া যায়।

"আসুন আলোকিত পৃথিবী গড়ি, সোলার হোম সিষ্টেম ব্যবহার করি"

সমিতি বোর্ড পরিচিতি

শেখ মাহ্‌মুদুল কালাম
সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
(মনোনিত)

মোঃ সাহিনুর ইসলাম
সহ-সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৪

সরদার সুবেহ সাদিক
সচিব ও এলাকা পরিচালক
(মনোনিত)

মোছাঃ মোসলেমা খানম
কোষাধ্যক্ষ ও
মহিলা পরিচালক

মোঃ মুনসুর আলী সরদার
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৬

আবু হানিফা
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৭

প্রদীপ বিশ্বাস
এলাকা পরিচালক
(মনোনিত)

রমেশ চন্দ্র কবিরাজ
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০২

কৃষ্ণা মন্ডল
মহিলা পরিচালক

সুচিত্রা মন্ডল
মহিলা পরিচালক

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর

মোঃ আজিজুস সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, খুলনা।

উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান

প্রকৌঃ শেখ জাহিদ হাসান
রিটেইনার প্রকৌশলী

চিকিৎসা ও আইন

এ্যাডঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর
আইন উপদেষ্টা

ডাঃ সঞ্জয় কুমার মন্ডল
মেডিকেল রিটেইনার
পাইকগাছা জোনাল অফিস

ডাঃ এস এম মাসুম ইকবাল
মেডিকেল রিটেইনার
সদর দপ্তর

"আপনার উদ্যোগেই আপনার বিদ্যুৎ বিল হ্রাস পাবে"

কর্মকর্তাবৃন্দের পরিচিতি

সমিতি ব্যবস্থাপনা

মোঃ জিল্লুর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার

প্রকৌশলী আবু বকর সিদ্দিক
ডিজিএম, সেনেরবাজার জোনাল অফিস

মোঃ আব্দুল মতিন
ডিজিএম, ডুমুরিয়া জোনাল অফিস

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার
ডিজিএম, পাইকগাছা জোনাল অফিস

মোঃ কায়সার রেজা
ডিজিএম, কয়রা জোনাল অফিস

মোঃ শাহিন মিয়া
ডিজিএম (সদর দপ্তর-কারিগরী)

আফরোজা নাসরিন
এজিএম (অর্থ), সদর দপ্তর

মোঃ হুমায়ুন কবীর
এজিএম (ওএন্ডএম), শাহপুর সাব-জোনাল অফিস

সৈয়দ সাজ্জাদুল আজম
এজিএম (ওএন্ডএম),সদর দপ্তর

মোঃ তারেক বিন আব্দুল মান্নান
এজিএম (সদস্য সেবা), সদর দপ্তর

মোঃ রাশেদুজ্জামান
এজিএম (প্রশাসন), সদর দপ্তর

মোঃ আতাউর রহমান
এজিএম (মানব সম্পদ), সদর দপ্তর

মোঃ বিদ্যুৎ মল্লিক
এজিএম (ওএন্ডএম), তেরখাদা সাব-জোনাল অফিস

মোঃ আব্দুল মুনিম খান
এজিএম (ওএন্ডএম), দাকোপ সাব-জোনাল অফিস

আলমাছ উদ্দিন
এজিএম (ইএন্ডসি),সদর দপ্তর

আরিফ আহমেদ
এজিএম (ওএন্ডএম), সেনেরবাজার জোনাল অফিস

মোঃ রফিকুল ইসলাম
এজিএম (ওএন্ডএম), পাইকগাছা জোনাল অফিস

মোঃ শাইখুল ইসলাম
এজিএম (আইটি),সদর দপ্তর

মোঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান
এজিএম (ওএন্ডএম), কয়রা জোনাল অফিস

শেখ মোঃ আব্দুস সালাম
এজিএম (ওএন্ডএম), ডুমুরিয়া জোনাল অফিস

শেখ হাসিনার উদ্যোগ - ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

"বিদ্যুৎ অমূল্য সম্পদ, ইহার অপচয় রোধে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জাম ব্যবহার করুন"

কর্মকর্তাগণ ও অফিস সমূহের মোবাইল নম্বর

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাগণের পদবী/অফিস সমূহের নাম	মোবাইল নম্বরসমূহ	ক্রঃ নং	অফিস সমূহের নাম	মোবাইল নম্বরসমূহ
০১	জেনারেল ম্যানেজার	০১৭৬৯-৪০০০৪০	২১	আমিরপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭০৮৩
০২	ডিজিএম, পাইকগাছা জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০০১৭৩	২২	সুরখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৬৬৪৮
০৩	ডিজিএম, সেনেরবাজার জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০০১৭৪	২৩	দাকোপ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩২৫
০৪	ডিজিএম, ডুমুরিয়া জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০০১৭৫	২৪	বাজুয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩২৬
০৫	ডিজিএম, কয়রা জোনাল অফিস	০১৭০৪১০৬৬৪৬	২৫	কালিনগর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৮০৪
০৬	এজিএম (প্রশাসন)	০১৭৬৯-৪০০৫২১	২৬	বানিশান্তা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৮৮৯৭
০৭	এজিএম (অর্থ)	০১৭৬৯-৪০০৫২২	২৭	ডুমুরিয়া জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩২৭
০৮	এজিএম (ওএন্ডএম), সদর দপ্তর	০১৭৬৯-৪০০৫২৩	২৮	শাহপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩২৮
০৯	এজিএম (এমএস)	০১৭৬৯-৪০০৫২৪	২৯	মিকশিমিল অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩২৯
১০	এজিএম (ওএন্ডএম), পাইকগাছা জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০০৫২৫	৩০	বানিয়াখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৪৭৯
১১	এজিএম (ওএন্ডএম), ডুমুরিয়া জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০০৫২৬	৩১	মাদারতলা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৪৮০
১২	এজিএম (ওএন্ডএম), সেনেরবাজার জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০০৫২৭	৩২	পাইকগাছা জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩৩১
১৩	এজিএম (ওএন্ডএম), কয়রা জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৪৭৭	৩৩	কয়রা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩৩৩
১৪	এজিএম (ওএন্ডএম), দাকোপ সাব-জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৪৭৮	৩৪	হাতিয়ার ডাংগা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৩১১৪
১৫	এজিএম (ওএন্ডএম), তেরখাদা সাব-জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৮০৫	৩৫	ফুলতলা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৮০৩
১৬	এজিএম (ওএন্ডএম), শাহপুর, সাব-জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৮০৬	৩৬	চাদখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৬৬৪৯
১৭	চুকনগর এরিয়া অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩৩০	৩৭	সেনেরবাজার জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩৩৪
১৮	কপিলমুনি এরিয়া অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩৩২	৩৮	তেরখাদা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩৩৫
১৯	সদর দপ্তর অভোযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩২৩	৩৯	দিঘলিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২৫৬৪
২০	বটিয়াঘাটা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৩২৪	৪০	গড়ইখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৮৯৯৪

বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ব্যাংক শাখা

অগ্রণী ব্যাংক

১। চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা।
২। বাজুয়া শাখা, দাকোপ, খুলনা।
৩। বাঁকা বাজার শাখা, পাইকগাছা, খুলনা।
৪। কপিলমুনি শাখা, পাইকগাছা, খুলনা।
৫। জায়গীর মহল শাখা, কয়রা, খুলনা।
৬। শেখপুরা বাজার শাখা, তেরখাদা, খুলনা।
৭। চালনা শাখা, দাকোপ, খুলনা।
৮। বটবুনিয়া এজেন্ট ব্যাংকিং সেন্টার, চালনা, খুলনা

রূপালী ব্যাংক

১। বটিয়াঘাটা শাখা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
২। চালনা শাখা, দাকোপ, খুলনা।
৩। রাজাপুর শাখা, রূপসা, খুলনা।
৪। গড়ইখালী শাখা, কয়রা, খুলনা।

ব্যাংক এশিয়া লিঃ

১। টিপনা এজেন্ট ব্যাংকিং সেন্টার, ডুমুরিয়া, খুলনা।

জনতা ব্যাংক

১। গল্লামারী শাখা, খুলনা।
২। শলুয়া বাজার শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা
৩। কপিলমুনি শাখা, পাইকগাছা, খুলনা।
৪। চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা।

বেসিক ব্যাংক লিঃ

১। কেডিএ এভিনিউ শাখা, খুলনা।

আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ

১। বড় বাজার শাখা, খুলনা।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

১। পাইকগাছা শাখা, পাইকগাছা, খুলনা।
২। ডুমুরিয়া শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

১। দাকোপ শাখা, দাকোপ, খুলনা।
২। শাহপুর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা।
৩। বিরাট বাজার শাখা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
৪। চাঁদখালী শাখা, পাইকগাছা, খুলনা।
৫। কয়রা শাখা, কয়রা, খুলনা।
৬। তেরখাদা শাখা, তেরখাদা, খুলনা।
৭। নলিয়ান শাখা, নলিয়ান দাকোপ

পুবালী ব্যাংক

১। বটিয়াঘাটা শাখা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
২। কৈয়াবাজার শাখা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
৩। চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা

আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ

১। চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা।
২। গল্লামারী শাখা, খুলনা।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ

১। কপিলমুনি শাখা, পাইকগাছা, খুলনা।
২। কয়রা উপ-শাখা, খুলনা।
৩। শাহাপুর উপ-শাখা, খুলনা।
৪। এজেন্ট ব্যাংকিং, বাঁকা বাজার, কপিলমুনি, খুলনা

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ

১। খুলনা শাখা, খুলনা।

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ

১। চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা।
২। খারাবাদ বাইনতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

১। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডুমুরিয়া শাখা।
২। পাইকগাছা শাখা, পাইকগাছা, খুলনা।
৩। এজেন্ট আউটলেট, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
৪। এজেন্ট আউটলেট, খারাবাদ,বটিয়াঘাটা, খুলনা।

এন আর বি সি ব্যাংক লিঃ

১। খুলনা শাখা, খুলনা।
২। পাইকগাছা উপ-শাখা, পাইকগাছা, খুলনা

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

১। খুলনা শাখা, খুলনা।

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ

১। খুলনা শাখা, খুলনা।
২। ডুমুরিয়া উপ-শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা।

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ

১। কপিলমুনি শাখা, পাইকগাছা, খুলনা।
২। কয়রা উপ-শাখা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ

১। চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা।

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড

১। ডুমুরিয়া শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা

"নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করুন"

ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট ১৯১০ সংশোধিত-২০১৮

বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধন এর কারণে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণঃ

ধারা এবং দন্ডের বিবরণ	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা-৩২(১) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে।	অনধিক ৩ বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩২(২) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে।	অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর করাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৪ বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনূন্য ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৫ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন- পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি সাধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনূন্য ০২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অনূন্য ৫০ হাজার এবং অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৬ চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি ধারা-৩৫-এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনধিক ০২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৮ (খ) মিটার পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড	লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পার্শ্বসংযোগ প্রদান করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৮ (গ) মিটার পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড।	মিটারের ক্ষতি সাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিষ্টারে বাঁধার সৃষ্টি করিলে।	অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (১) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড।	কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	তজ্জন্য তিন অনূন্য ০৭ (সাত) বৎসর এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (২) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড।	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে, অবহেলাবশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোনা বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনধিক ০১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।